ছড়ানো মুক্তা

বিয়ে—কখন দ্বীনের পূর্ণতা?

নোঙর - Nongor

April 21, 2020

6 MIN READ

বর্তমানে বিয়ে বিষয়টা বেশ আলোচিত হচ্ছে। অনেক যুবকই বিয়েকে আর দেখছে না ক্যারিয়ারের বাধা হিসেবে। বিয়েকে এতোদিন, বদ্ধমূলভাবে, ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হতো। কিন্তু সেই ভিন্নতার দিন ঘুচিয়ে আসছে দিন-দিন। বাল্যবিয়ে নামক জুঁ-জুঁর ভয়ও দূর হয়ে যাবে অচিরেই। বিয়ের প্রয়োজনীয়তা একদিন হাড়ে-হাড়ে টের পাবে পুরো বিশ্ব। অবাধ উচ্ছৃঙ্খল সমাজের রাশ টেনে ধরবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে সকলে। ইসলামের জীবনভিত্তিক সমাধানের কাছে সমর্পিত হবে তখন বিশ্বনীতি (তবে ততক্ষণে জল অনেকটাই ঘোলা হয়ে যাবে।)।

সবকিছুরই দুটো দিক থাকে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। বিয়ের এতো এতো আলোচনার মধ্যেও এ-দুই বিদ্যমান। বিয়ে নিয়ে যতো লেখা আমরা দেখছি। তার সিংহভাগই আবেগ-নির্ভর। সেই লেখাগুলো পড়লে মনে হয়, বিয়ে করলেই বুঝি নেমে আসবে শান্তির ফাল্গুধারা। তার ওপরে দীন চর্চাকরা দম্পতিদের পোস্ট দেখলে তো আফসোসের আর অন্ত থাকে না। এগুলো দেখে দেখে আমরা বিয়ে ব্যাপারটার সহজ সমীকরণ করতে থাকি।

কিন্তু বিয়ে যেনো-তেনো কোন বিষয় নয়। এটা নয় কেবল দুজনের মিলন। বরং তা দুই পরিবার ও দুই গোষ্ঠির বন্ধন। সুতরাং এখানে বোঝাপড়ার বিষয় আছে অনেক।

উপরন্তু বাস্তবতার ময়দান বড়ই করুণ। আপনি পরিবারগুলোকে ভেতর থেকে দেখুন। বিয়ের আশা আপনার মিটে যাবে। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝের মনোমালিন্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পত্রপত্রিকার খবর তো আরও ভয়াবহ। ঢাকায় দৈনিক পঁচিশ থেকে ত্রিশটা তালাক হয়। সারাদেশের তালাকের সংখ্যা তবে কতো হবে? পুরো বিশ্বের কথা না হয় বাদই দিলাম।

কথা আরও আছে। তালাক তো হচ্ছে আজকে। কিন্তু এর পেছনে দীর্ঘ ট্র্যাজেডি আছে। এবং সেগুলো এতো কুৎসিত ও কদর্য, যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কোন যুবক যদি তা দেখে। তবে বিয়ের আশা তার মিটে যাবে।

একজনের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল। এই বিষয়ে সে বেশ দ্বিধান্বিত। সে বলল, বিয়ে নিয়ে হাদিস বলছে, যে, তা দীনের পরিপূর্ণতা। কিন্তু আমি তো দেখি উল্টো। বিয়ে করার পর, যতোটুকুদীন ছিল, তা-ও লোপাট হয়ে যায়। নিজের দীন তো যায়ই। সেই সঙ্গে ঘর থেকেও উজার হয়ে যায় দীন। বিষয়টাকে সে মেলাতে পারছিল না। ফেইসবুকের সরল হিসেব পড়ে পড়ে সে ভ্রমে পড়ে গেছে।

আমি তাকে বললাম, এটা সত্য যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যদি বান্দা বিয়ে করে তবে সে অর্ধেক দীন পূর্ণ করে ফেলল। বাকি অর্ধেকের বিষয়ে তিনি আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন। (মেশকাত, ৩০৯৬)

অর্থাৎ বিয়ে না করলে দীনের অর্ধেক অপূর্ণ রয়ে গেল। বিয়ের মাধ্যমে যা পূর্ণ হয়ে যায়। বাকি ইবাদত -মুআমালাত ও মুয়াশারাতসহ দীনের বাকি অর্ধেক নিয়েও রাসুল সতর্কথাকতে বলেছেন। যথাযথভাবে তা পালন করবার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ইমাম গাযালি রহঃ বলেন: দীন নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে গোপণাঙ্গ ও পেটই মুখ্য কারণ। বিয়ের মাধ্যমে যার একটার সমাধান হয়। কেননা বিয়ের দ্বারা শয়তান ও প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চক্ষুও গোপণাঙ্গের হেফাজত করা যায়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, পৃ ২৫০)

এই হাদিস তার যথাস্থানে ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ে বিষয়ে রাসুলের এটাই শেষ কথা নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও কতক হাদিস আছে এই বিষয়ে। সেগুলো সব সামনে রেখে বিবেচনা করা জরুরি। কেবল বিয়ে করলেই যে

আমরা দীন হেফাজত করতে পারলাম। ব্যপারটা মোটেই তা নয়। বরং বিয়েটা হতে হবে সুন্নাহসম্মত।

যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যেই বিয়ের খরচ কম। সেই বিয়ের বরকত বেশি। (বায়হাকি, মেশকাত ৩০৯৭)

কিন্তু বর্তমানে বিয়ের চে' বড় বাজেট আর কীসের? রাসুল বলছেন বিয়ের বাজেট কম করতে। বিয়ের আয়োজন ছোট করে করতে। মোহর কম ধরতে। কিন্তু আমরা কি এর উল্টোটা করছি না? একটা বিয়ে দিতে গিয়ে মেয়ের বাবা আর্থিক সংকটে পড়ছেন না? তো যে কাজে একজন মুসলিম সংকটে পড়ে যান। সেই কাজে বরকত আসবে কোত্থেকে?

এবার আসি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে— পাত্রী-নির্বাচন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিষয়টাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেছেন তিনি। তিনি বলেন: দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ। তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সালেহা বা সৎ নারী। (মুসলিম—মেশকাত ৩০৮৩)

সৎ নারীর বেশ কিছু পরিচয় হাদিছে পাওয়া যায়। তারা সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হবেন, স্বামীর বিষয়ে হবেন আমানতদার। ইত্যাদি। অনুরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসৎ নারী থেকেও সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, আমার পরে পুরুষদের ওপরে নারী-ফেতনার চে' গুরতর কিছু রেখে যাই নি। (মুত্তাফাক—মেশকাত ৩০৮৫)

সুতরাং কেমন নারী বিয়ে করতে হবে। তা আমাদের বুঝবার বাকি থাকার কথা নয়। একটা হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি পাত্রী-নির্বাচনের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন- নারীদের চারটা কারণে বিয়ে **হয়ে থাকে**।

১। তার সম্পদের কারণে।
২। তার বংশের কারণে।
৩। তার সৌন্দর্যের কারণে।
৪। তার দীনের কারণে।
সুতরাং তুমি দীনদারকে প্রাধান্য দেও।

অনেকে এই হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বলে, রাসুল চারটা দিক দেখে মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেন। সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও দীন। এখন ছেলেরা সুন্দরী ও টাকা ওয়ালা বাপের মেয়ে খুঁজতে থাকে। উচ্চবংশীয় কন্যার খোঁজে থাকে তারা। তাদের যুক্তি রাসুল এগুলো দেখতে বলেছেন। কিন্তু দীনের কথাটা বেমালুম তারা ভুলে যায় তারা।

না, হাদিসের অর্থ এমন নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকে বিয়ে করার চারটা প্রবণতার কথা বলেছেন। এই চারটা বিষয় দেখা হয় সমাজে। কিন্তু রাসুলের আদেশ হচ্ছে, দীনদারকে প্রাধান্য দেও। সম্পদ-সৌন্দর্য ও বংশ কোনই কাজে আসবে না—যদি না দীন থাকে। যখন দীনদারী থাকবে তখনই দীনের পূর্ণতার প্রশ্ন আসবে। অন্যথায় এই প্রশ্ন অবান্তর।

পাত্র-নির্বাচন নিয়ে তেমন কোন আলোচনাই দেখি না। সকলেই কেবল পাত্রী নিয়ে মাতামাতি করে। তো মেয়ে-পক্ষের জন্য কি কোন নির্দেশনা নেই? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বলেন নি এই বিষয়ে?

জি! তিনি এ বিষয়েও অনুপম উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কাছে এমন পুরুষ বিয়ের প্রস্তাব দেয়। যার দীনদারি ও চরিত্র উত্তম মনে হয় তোমাদের কাছে। তবে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দেও। যদি এমনটা না করো। তবে জমিনে ফেতনা হবে, সমাজময় ছড়িয়ে পড়বে বিশৃংখলা। (তিরমিযি, মেশকাত ৩০৯০)

হাদিসটি খুবই স্পষ্ট। বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা কেবলই ছেলের টাকা-পয়সা ও বাড়ি-গাড়ির হিসেব কষি। সে কী চাকরি করে, তার খোঁজ নিতে থাকি। ছেলের ঈমানের খোঁজ কি কেউ নেয়? তার দীনদারির খবর কি রাখে কেউ? আমরা মনে করি সম্পদ থাকলেই সুখে থাকবে মেয়ে। কিন্তু ঘটনা হয় উল্টো। বিয়ের পরে দেখা যায় ছেলের চরিত্রে সমস্যা। দীন যদি না থাকে তবে তার

থেকে উৎকৃষ্ট কিছুর আশা করা বাতুলতা বৈ আর কী?

দেখা যাচ্ছে, আমাদের বিয়ের শুরটাই হয় ভুল পন্থায়। তো এই যাত্রা কীভাবে নির্বিঘ্ন হবার আশা করা যায়? সাংসারিক জীবন নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও শিক্ষা থেকে উপদেশ ও পাথেয় আমরা গ্রহণ করি না। যার কুফল ভোগ করতে হয় প্রতি পদে পদে।

গত ১৫ এপ্রিল ফেইসবুকে একটা নৃশংস ঘটনা দেখেছে সকলে। স্ত্রীকে হত্যা করে লাইভে এসে সে কথা জানাচ্ছে স্বামী। এই ঘটনার নানামাত্রিক ব্যবচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু আপনি এমন ঘটনা আরও দেখতে পাবেন। পরকীয়ার জের ধরে কী ঘটে যাচ্ছে সারা দুনিয়ায়, তা কারওই অজানা নয়। এসকল বিষয়ের যতোই বিশ্লেষণ করুন না কেন। ঐ এক বিন্দুতে এসেই আটকে যাবেন। তা হলো দীন। বর্তমানে দীনের অনুপস্থিতির কারণেই সাংসারিক ফেতনা-ফাসাদ ও অঘটন ঘটছে। দৈনিক যে তালাক হচ্ছে, তা নিতান্তই ঠুনকো কারণে। যা সমর্থিত নয় ইসলামের দৃষ্টিতে। মানবিক বিবেকের কাছেও তা নয় গ্রহণযোগ্য। তবু এগুলো ঘটছে অহরহ। যার প্রধান কারণ, দীনী বোধ ও বুদ্ধি অনুপস্থিত আমাদের জীবনে।

যতক্ষণ না দীন হবে আমাদের পাথেয়। ততক্ষণ যন্ত্রণাই হবে আমাদের সঙ্গী।

* * *

বিয়ে—কখন দ্বীনের পূর্ণতা?
ইমরান হোসাইন নাঈম